বীরবাক্যাবলী ।

অর্থাৎ ।

বীররসাত্মক পদ্যময় কাব্য ।

হরিশ্চন্দ্রমিত্র প্রণীত ।

দ্বিতীয়সংস্করণ ।

ঢাকা-গিরিশযন্ত্র ।

সন ১৮৭৩ । ৮ই সেপ্টেম্বর ।

শ্রীমঙ্গলাবক্স প্রিণ্টার ।

মূল্য । চারিআনা মাত্র ।

বিজ্ঞাপন।

বীর-বাক্যাবলীর প্রথমখণ্ড প্রচারিত হইল। এই ক্ষুদ্রপুস্তকে প্রকৃতবীরের বিশুদ্ধ চরিত্র বিভাসিত করাই প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই প্রয়াস কতদূর সফলিত হইয়াছে, তৎপরীক্ষার্থ এখানীকে অপূর্ণাবয়বে প্রচার করা হইল। যদি এই বীরবাক্যাবলীর একটীবাক্য সজ্জনসমাজে প্রকৃতবীরপুরুষের বাক্যের ন্যায় সমাদৃত হয়, গ্রন্থকার আপনাকে সিদ্ধকাম বিবেচনা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, কিন্তু তাহার ঈদৃশী প্রত্যাশা দূরপরাহত।

ঢাকা ববুরবাজার } ৺ হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

বীরবাক্যাবলী।

প্রথম সর্গ।

(অর্জ্জুনের প্রতি সুধন্বা)

[ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া স্বে-চ্ছাচারী যজ্ঞতুরঙ্গের রক্ষণার্থ পাণ্ডবীয় চমূসমূহ সম-ভিব্যাহারে অপরাজেয় পার্থকে প্রেরণ করেন। যজ্ঞা-শ্বর ক্রমে ক্রমে নানা দিগ্‌দেশ পরিভ্রমণ করিয়া ভদ্রাবতীপুরে সমুপস্থিত হইলে, তদধীশ্বর পরম ভা-গবত প্রভূতবিক্রমশালী হংসধ্বজ সেই অশ্বশ্রেষ্ঠকে বন্ধন করেন। এতন্নিবন্ধন অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে হংসধ্বজ-তনয় শূরশ্রেষ্ঠ সুধন্বা স্বীয় বাহুবল প্রভাবে দুর্দ্দান্ত পাণ্ডবীয় সৈন্য সমূহকে প-রাভূত করিয়া অজেয় অর্জ্জুনকে চ্যুতকার্ম্মুক করেন। অমিতবিক্রম সব্যসাচী সুধন্বা কর্ত্তৃক পরাভূত প্রায় হইয়া চিন্তাসাগরের মধ্যবর্ত্তী হইলে সুধন্বা তাঁহাকে পশ্চাল্লিখিত বাক্যগুলি কহেন।]

অহে বীরধনঞ্জয় কর্ণনিসূদন
কিরীটী, কি চিন্তা করিতেছ এ সময় ?
জয়পত্র অশ্ব-ভালে, লিখেদিলা যেই কালে
কেন নাহি চিন্তিয়া দেখিলে সে সময় ?
কার্য্য করি পরে চিন্তে কাপুরুষগণ।

১

বীরপ্রসবিনী এই বিপুলামেদিনী
ভীরুগণে স্বধু গর্ভে করেনা ধারণ,
শৌর্য্যে বীর্য্যে প্রতিভায় কত বীর এধরায়
সুবিখ্যাত, জিষ্ণুসম কে করে গণন ?
—যাঁহাদের কীর্ত্তিমালা ভুবনব্যাপিনী।—

২

একমাত্র নক্র নাহি নিবাসে সাগরে ;
একমাত্র হরি নাহি বিরাজে গহনে ;
ধরি বিষতীব্রতর, একমাত্র বিষধর
অবস্থিতি নাহি করে পাতালভবনে,
কত শত অহীবর তথা বাস করে !

৩

" ভুবনৈক বীর আমি " যে ভাবে এমন,
ভ্রান্তি তার। এই যে হে অসীমআকাশ

সমতেজা গ্রহগণ বঞ্চে ইথে অগণন
আভায় তিমিরপুঞ্জ করিয়া বিনাশ,
একমাত্র গ্রহ বাস নহে এগগণ।

৪

মহাকর রবি প্রকাশিলে খরকর,
আগ্নেয় প্রস্তর তেজ প্রকাশে যখন,
ক্ষত্রিয় তনয় যেই, কেন না দেখাবে সেই
স্বতেজ অরাতি তেজে তাপিয়া তখন?
ক্ষত্রকুলধর্ম্ম জান না কি বীরবর?

৫

ক্ষত্রকুলোদ্ভূত তুমি পাণ্ডুর তনয়;
ভীমের অনুজ, দ্রৌপদীর প্রাণেশ্বর;
বিক্রমে বিখ্যাতবিশ্ব দ্রোণগুরু-প্রিয়শিষ্য
কৃষ্ণসখা, অক্ষয়গাণ্ডীবতূণধর,
সমরে মরণে তবে কেন কর ভয়?

৬

সাহসে বাঁধহ হিয়া, ধর শরাসন,
হুঙ্কার ছাড়হ, দেহ ধনুতে টঙ্কার,
মৃত্যু ভয়ে কেন ভীত, কর কার্য্য ক্ষত্রোচিত

ক্ষত্রধর্ম্মবিৎ তুমি, কি কহিব আর ?
নিজকুলব্রত বীর করহ পালন।

৭

রক্ষিতে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম যদি হে তোমার
নাহি থাকে শক্তি, তবে করহ স্বীকার
পরাজয়, এইক্ষণ করি অস্ত্র সমর্পণ
নাহি চাহি তব সনে সমরিতে আর,
শরণাগত র ক্ষত্র করেনা প্রহার।

৮

অহে পার্থ, যদি ইথে লজ্জাবাস মনে,
কান্দিশিকধর্ম্ম কেন করনা আশ্রয়,
ত্যজ রথ মহারথ, দেখ পলায়ন পথ,
জীবনে অমূল্যধন ভাবে ভীরুচয়,
বীরবগ যুদ্ধে মৃত্যু মোক্ষপ্রদ গণে

৯

শূরতা শরীরে যার আছয় কিঞ্চিৎ,
ব্যাদিত-বদন মৃত্যু করিয়া ঈক্ষণ
পারি হরি বীরধর্ম্ম——যাহে ক্ষত্রে সুখ শর্ম্ম—
পালাইয়া রাখে কি সে ঘৃণিত জীবন ?
রণক্ষেত্রে মৃত্যু কোন্ ক্ষত্র অবাঞ্ছিত ? ১০

অহে পাণ্ডুপুত্র, বল এ রীতি কেমন ?
ভয়েতে হইলে কেন পাণ্ডুর বরণ ?
ভয় নাই হও স্থির, রণসিন্ধু সুগভীর
হবে পার কর প্রিয়সখারে স্মরণ,
তোমার বিপদত্রাতা শ্রীমধুসূদন।

১১

যত যত কার্য্য সাধি বীরকীর্ত্তি লাভ
করিয়া বিখ্যাত তুমি হইলে ধরায়,
শূরতা কি বাহুবল উপার্জ্জিত সে সকল
নহে তব, লভ সব কৃষ্ণের কৃপায়।
অগণ্য ক্ষত্রিয় দলে তোমার প্রভাব।

১২

লক্ষভেদি লক্ষভেদী ধরিয়াছ নাম,
তুমি কি পারিতে লক্ষ কভু বিন্ধিবারে,
যদি কৃষ্ণ চক্র দিয়া না রক্ষিত আচ্ছাদিয়া
অনেকে পারিত লক্ষ ভেদ করিবারে।
লক্ষভেদ নহে তব বীরযশধাম।

১৩

যদি কহ " করিয়াছি খাণ্ডব দাহন "
তাতেও সহায় ছিলা শ্রীমধুসূদন।

যদি কহ ভীষ্মবধ করিয়াছি, যশাস্পদ
নহে তাহা ; বরং তাহে কলঙ্কভূষণ
পরিয়াছ, ক্ষত্রকুলে লভিয়া জনম !

১৩

শিখণ্ডী সহিতে রথে হয়ে সমারূঢ়,
রণভীষ্ম-ভীষ্মসনে করিলা সমর,
সত্যবাদী সত্যব্রত আছিলেন দেবব্রত
ক্লীব হেরি নাযুঝিলা শর.সনে শর,
নিরস্ত্রে প্রহারে শস্ত্র শস্ত্রশাস্ত্রমূঢ় ।

১৫

" কুরুক্ষেত্ররণসিন্ধু হইয়াছি পার "
যদি কহ, তবে কিবা পৌরুষ তোমার ?
সহায়তা তরি দিয়া বিপদাবর্ত্তে রক্ষিয়া
তারিলা তোমায় ভবসিন্ধুকর্ণধার ।
পার কি হে একথা করিতে অস্বীকার ?

১৬

" অঙ্গনাথ কর্ণে আমি করেছি নিধন "
যদি কহ, তবে আমি হাসিব কেবল,
গূঢ়তত্ত্ব আমি তার জ্ঞাত অছি সবিস্তার,

কহিলে লজ্জায় তব বদনকমল
এখনি মলিনভাব করিবে ধারণ।

১৭

ধর্ম্মবল বাহুবল নাহিক যাহার,
সেই বলী বলি তোমা ডরে হয় ভীত ;
কিন্তু এই ভুজবলে   সত্যপথে সেই বলে,
সে জন তোমারে ভয় করেনা কিঞ্চিৎ।
পাপাত্মা শূরের চিত্তভীরুতা আগার ;

১৮

জল শূন্য যাদো যথা বল শূন্য হয়,
কৃষ্ণ শূন্য সেইরূপ পাণ্ডবনিচয়.
স্বয়ম প্রকাশি বল ;   কি কার্য্য করিলে বল,
কোথায় লভিলে বীর বীরতা অক্ষয় ?
বীরতা তোমার মম অবিজ্ঞাত নয়।

১৯

বহ্নিতেজা বট তুমি হে কর্ণ-অন্তক,
সত্য কিছুমাত্র ইথে নাহিক সংশয়,
কিন্তু দাহিকাশকতি   তব যদুকুলপতি
রুক্মিণীবল্লভ বাসুদেব কৃপালয়।
কৃষ্ণবিনা তুমি পার্থ নিস্তেজপাবক।   ২০

বীরত্ব আধান ক্ষত্রবংশেতে জনন,
লভিলা যেজন সেই স্বীয় ভুজবলে,
দলে শত্রু সমুদয় কদাচ নাহিক লয়
পরকীয় সহায়তা সমরের স্থলে,
অনন্যসহায়ে মৃগে বধে পঞ্চানন।

২১

ভুজবলে কিম্বা সেই কেশব কৌশলে
যত যত সমরে লভিলা বীর-যশ,
আজি তোমা পরাজয়, করি, সেই সমুদয়
কাড়িয়া লইব ভরি যশে দিকদশ,
লোকে যেন আমায় অর্জ্জুন-জিত বলে ;

২২

দেখিব কেমন তব গাণ্ডীব অজয় ;
দেখিব কেমন তব হরদত্তশর ;
তব ও বাহুযুগল ধরিয়াছে কত বল
দেখিব, দেখিব তুমি কেমন সমর-
চতুর, কেমন তুমি ভুবনবিজয় ?

২৩

এই যে দেখিছ তীক্ষ্ণশর তূণবরে,
এখনি করিয়া ইহা ধনুতে যোজন,

ছেদি তব বর্ম্ম চর্ম্ম, ভেদিয়া ফেলিব মর্ম্ম,
বজ্রে ভেদে ধরাধরে বাসব যেমন,
চরমে স্মরণ কর অখিল ঈশ্বরে।

২৪

ভাবিয়াছ বীরশূন্য মেদিনীমণ্ডল,
কে বাঁধিবে ভুজবলে যজ্ঞ অশ্ববরে,
বীরশূন্য বসুন্ধরা, হেন অহঙ্কার করা
ভ্রান্তি মাত্র, শূর নাহি হেন শ্লাঘা করে।
হয় নাই নির্ব্বীর এখনো উর্ব্বীতল।

২৫

পলায়নপরায়ণ হইয়া এখন
রাখিলে রাখিতে পার ঘৃণিত জীবন;
কিন্তু ত্যজি রণস্থান দেহেতে থাকিতে প্রাণ
গেলে ইন্দ্রপ্রস্থে, বল কেমনে বদন
বীরমাঝে দেখাইবে হে বীরনন্দন?

২৬

যখন সুধিবে তোমা ধর্ম্ম গুণাধার,
"কোথায় যজ্ঞের অশ্ব কহ ধনঞ্জয়?"
কোন্ মুখে সে সময় কহিবে "ত্যজিয়া হয়

আসিয়াছি সমরে হইয়া পরাজয় ?
সুধন্বা সহিত প্রাণ লয়ে আপনার। ”

২৭

যখন সুধিবে কৃষ্ণা প্রেয়সী তোমার,
“ কোথায় যজ্ঞের অশ্ব বীর ধনঞ্জয় ? ”
কোন্ মুখে সে সময় কহিবে “ ত্যজিয়া হয়
আসিয়াছি সমরে হইয়া পরাজয়
সুধন্বার সনে লয়ে প্রাণ আপনার। ”

২৮

যখন সুধিবে তোমা দেবকীকুমার
“ কোথায় যজ্ঞের অশ্ব সখা ধনঞ্জয় ? ”
কোন্ মুখে সে সময় কহিবে “ ত্যজিয়া হয়
আসিয়াছি সমরে হইয়া পরাজয়,
সুধন্বার সনে লয়ে প্রাণ আপনার। ”

২৯

যখন সুধিবে আসি জননী তোমার,
“ কোথায় যজ্ঞের অশ্ব বৎস ধনঞ্জয় ? ”
কোন্ মুখে সে সময় কহিবে “ ত্যজিয়া হয়
আসিয়াছি সমরে হইয়া পরাজয়
সুধন্বার সনে লয়ে প্রাণ আপনার। ” ৩০

যখন সুধিবে ভীষ্ম করি অহঙ্কার
"কোথায় যজ্ঞের অশ্ব ভাই ধনঞ্জয় ?"
কোন্ মুখে সে সময় কহিবে "ত্যজিয়া হয়
আসিয়াছি সমরে হইয়া পরাজয়
সুধন্বার সনে লয়ে প্রাণ আপনার।"

৩১

যখন সুধিবে যত বীর আর আর,
"কোথায়যজ্ঞের অশ্ব বীর ধনঞ্জয় ?"
কোন্ মুখে সে সময় কহিবে "ত্যজিয়া হয়
আসিয়াছি সমরে হইয়া পরাজয়
সুধন্বার সনে লয়ে প্রাণ আপনার।"

৩২

হতবল সেনানীসমূহে নিরীক্ষিয়া,
ভগ্নমনা কেন হও পাণ্ডুর তনয় ?
যতক্ষণ দেহে প্রাণ রহে সন্ধানহ বাণ
দূরকর চিত্ত হতে মরণের ভয়,
বাঁধহ বাঁধহ বীর সাহসেতে হিয়া।

৩৩

মম বাণে প্রাণে যদি মরহ অর্জ্জুন,
সেহ শ্লাঘ্যতর তব তবু রণে ভঙ্গ,

দে(ও)য়া তব বিধি নয়; কোন্ ক্ষত্রিয় তনয়
থাকিতে জীবন দেহে, পরিহরে রঙ্গ ?
ধর শর দেহ শীঘ্র ধনুকেতে গুণ।

৩৪

সমর করিয়া তুমি ত্যজিলে জীবন,
শুনি এই বার্ত্তা তোমা নিন্দিবে না কেহ
ক্ষত্রকেরা বলি মানে, বরং তার যশ করে
চরমে করিবে বীর, স্বর্গ অধিকার,
ইহাহতে কি প্রার্থনা করে ক্ষত্রগণ ?

৩৫

ইতি বীরবাক্যাবলী কাব্যে
স্বধর্ম্মাধিক্য নামে
প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয়সর্গ।

(মন্দোদরীর প্রতি দশানন।)

দাশরথী রামচন্দ্রের ভয়ানক সংগ্রামে, বীর-যোনী লঙ্কা বীরশূন্যাপ্রায় হইলে, রক্ষপতি রাবণ স্বয়ং সমর-সজ্জায় সজ্জিত হইলেন এবং হতাবশিষ্ট সেনানীগণকে যুদ্ধ-সজ্জা করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। রক্ষচমূসমূহ মহোৎসাহ সহকারে সংগ্রাম-[illegible] ধারণে প্রবৃত্ত হইলে, পুরীমধ্যে মহাকোলাহল সমুত্থিত হইল। সজলনেত্রা-সপত্নীগণ পরিবেষ্টিতা পুত্রপৌত্র-বিয়োগবিধুরা-মন্দোদরী সেই কোলাহল শ্রবণে ভীতা ও চকিতা হইয়া রক্ষরাজ সমক্ষে উপনীতা হইলেন এবং অতীব কাতরবচনে শূরপুঙ্গব রাঘবের সহিত সন্ধি করণার্থ স্বীয় বল্লভ কৌণপকুলেশ্বর দশাননকে ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বীরর্ষভ লঙ্কানাথ রামচন্দ্রের সমরে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, রাজ্ঞী মন্দোদরীর বদনে অসাময়িক সন্ধির প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া সগর্ব্বে ও সাভিমানে বক্ষ্যমাণ বাক্যগুলি কহিতে লাগিলেন—

কি কথা কহিলা অয়ি রক্ষকুলেশ্বরী ?
বীরাঙ্গজা, বীরপত্নী, বিরপ্রসবিনী,
বীর্য্যবতী-বামা যেই, তার কি বক্তব্য এই,
—হা কি লজ্জা ! হলাহল উগারে ফনিনী,
সুধাস্রাবে বিধু প্রিয়া চন্দ্রিকাসুন্দরী।

১

দুরদৃষ্ট মম !—তাই ওবিধুবদনে,
বিস্ময় সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত :
কোথা রঘুকুলেশ্বর, কোথা রাম তুচ্ছ নর ?
কোথা সন্ধি ! মৃগপতি শিবার সহিত,
সন্ধিবারে সম্মত কি হয় বরাননে ?

২

প্রাণপ্রিয় সেই জন কীর্ত্তিপ্রিয় নহে ;
দুর্ব্বল, নিস্তেজ যেই, করে সেই জন,
সন্ধি প্রবলের সহ, কিন্তু প্রাণেশ্বরি কহ,
কিসে সেই রূপ হীনকল্প দশানন ?
এখনত সেই ভুজবহু-ভার বহে।

৩

সত্য রাঘবের রণে বিগত জীবন,
হইল অসংখ্য পুত্র, বহুসংখ্য যোধ,

অসংখ্য শোকের বাণ, জর্জ্জরিল মম প্রাণ,
তবু আমি সে সকল করি তুচ্ছ বোধ,
শোকে অধীরিতে নারে শূরেন্দ্রের মন।

৪

পুত্র, পৌত্র জ্ঞাতি, বন্ধু বান্ধব, স্বজন
শোকে সমাচ্ছন্ন হয়ে, হীনবলাগণ
বর্ষে মাত্র অশ্রুনীর কিন্তু যে যথার্থ বীর,
সে স্বজন-হন্তা শির না করি ছেদন,
কখন শোকের অশ্রু করেনা ক্ষেপণ।

৫

লভিয়াছে তাপসরাজের দৈববলে,
মম বংশধর--গণে এক এক জন
অজেয়, অমরজিত----শূরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিত,
অন্যায় সমরে তারে ধ্বংসিল লক্ষ্মণ!
স্মরণে হৃদয়ে কোপ-হুতাশন জ্বলে!

৬

হেন দুরাচার পাপীশ্রেষ্ঠ নরাধম,
সনে আমি সন্ধি করি রাখিব জীবন?
ধীক্ ধিক্ এজীবনে, কোন্ সুখ আস্বাদনে

রক্ষিব ইহারে, ইথে কিবা প্রয়োজন?
আত্মহত্যা করা ইহা হইতে উত্তম।

৭

নাই ভাই কুম্ভকর্ণ!—নরামর ত্রাস,
অজেয়-সমরে—নাই বীরবাহু বীর,
বীরকুল চূড়া যেই, সেই মেঘনাদ নেই,
জীবিয়া জীবনে, যারা গর্ব্ব এপুরীর
ছিলা, সবে নাশিল রাঘব বীর-বাস।

৮

এমন অমূল্য বীররত্ন-রাগণ,
হারাইয়া আপনার এছার জীবন,—
এ ঘৃণ্যজীবন হায়! কোন্ সুখ প্রত্যাশায়
রক্ষিব হয়েছি আমি নিস্তেজ এমন?
স্বপ্নেও এরূপ প্রিয়ে, ভেবোনা কখন।

৯

স্ত্রীবুদ্ধি তোমার!—তুমি যদিও ধীমতী
হও সুলোচনে,—তাই করহ বিশ্বাস,
রাঘব অখিলস্বামী, কি আর কহিব আমি,
রাম যদি ঈশ্বর, তা হলে বনবাস,
করিবে কি দুঃখে, ভাল কহ দেখি সতি?১০

চিদানন্দ চিন্ময় বৈকুণ্ঠ-অধীশ্বর,
কমলাবল্লভ যাঁর চরণকমল,
কমলা কমলকরে, — যতনে সেবন করে,
যে পদে ধ্যায়েন ধ্যানে, যোগী ঋষিদল,
সে পদ সমাধি করি চিন্তেন শঙ্কর :

১১

হায় রে সে শ্রীপদের এই পরিনাম !
ভ্রমিতে প্রান্তরে কুশাঙ্কুরে হয় ক্ষত,
ক্ষত রক্তধারা বহে, হেন অযোধ্যেরা কহে,
নিতান্তই মায়ামুগ্ধ ভক্তজন যত,
ত্রিলোকের পতি, এই দাশরথী রাম !

১২

হারায়েছে সে কুহকী সিন্ধুজলে শিলা,
আশ্চর্য্য কি, নল করস্পর্শে শিলা ভাসে ;
শুদ্ধ গৌতমের বরে, পদরজ দানে করে
শিলাময়ী অহল্যারে মানবী প্রকাশে
রামের এমন তাতে কিবা দৈবলীলা !

১৩

ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হয় রমণীর মন,
চতুর সুবিজ্ঞ তাহে উদ্ভ্রান্ত না হয় !

রাম যদি বিভু হবে, ভরত কি জন্যে তবে
দিবে তারে জনশূন্য অরণ্যে আশ্রয়।
কেন ব্যাধবেশে বনে করিবে ভ্রমণ।

১৪

থাক্ এ সকল কথা—সীতা যদি হয়
মূর্ত্তিমতী কমলা, বল না বল তবে
অশোক কানন মাঝে, দীনা কাঙ্গালিনী সাজে
কাঁদে কেন অনুক্ষণ রাম রাম রবে ?
কমলার প্রাণে এত যাতনা কি সয়।

১৫

যে জানকী লাগি মম প্রিয় সহোদর,
প্রাণাধিক পুত্র সব বান্ধব স্বজন,
ত্যজিল জীবনধন, সে জানকী সমর্পণ,
জীবিয়া কি করিবারে পারে দশানন।
সেকি এত কাপুরুষ নিস্তেজ পামর ?

১৬

হয় হোক্ রামচন্দ্র অখিলের স্বামী,
হয় হোক্ সীতা মূর্ত্তিমতী পদ্মালয়া,
স্ববংশে বিধ্বংস হই তথাপি সম্মত নই

প্রার্থনা করিতে রাম—ভিক্ষুকের দয়া।
বরণ মরণ রণে শ্লাঘা মানি আমি।

১৭

ছিল মম বংশ প্রিয়ে, চারু উপবন
সম. কত ফুল্ল তরু ফলিত পুষ্পিত!
দরশনে দর্শকের, তৃপ্তিলাভ নয়নের
হইত, হায়রে সে উদ্যান সুশোভিত!
রামশর-দাবানল করিল দাহন!

১৮

সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য সব বিদূরিত তার
হইল! কেবল মাত্র এক তরুবর
হীনশাখ, হীনদল, হীনফল, হীনবল!
ইহার দর্শন আর অক্ষিতৃপ্তিকর
তিলোকেরে তরে প্রিয়ে হবে কি কাহার?

১৯

না হয় করিয়া সন্ধি,—হবার ত নয়—
ধরিয়া রামের পদ, এপাপ-জীবন,
রাখিলাম, কিন্তু প্রিয়া, পুত্র-শোকানলে হিয়া
দহিবে যখন, বল কেমনে তখন?
সান্ত্বনিব শোক-দুখাকুলিত-হৃদয়? ২০

যখন দেখিব প্রিয়ে ভবনে, ভবনে,
নিক্ষেপিছে অশ্রুধারা, পুত্রবধূগণ,
আলুথালু কেশপাশে, হা নাথ! হা নাথ! ভাষে
বিলাপিয়া, আকুলিবে নয়ন, শ্রবণ,
তখন ধৈরজ ধরি রহিব কেমনে?

২১

হেরি বিধু-বিরহিতা, তারকামণ্ডলী।
হেরি ভানু বিরহিতা সরোজিনীগণে,
সজ্জল-নয়নদ্বয়, ব্যথিত যখন হয়,
হেরি পুত্র বিরহিতা সুদায় তখন
কেমনা উঠিবে হৃদে শোকানল জ্বলি।

২২

অস্তাচলে দিনমণি হলে লুকায়িত,
আইলে যামিনী-সখী-সন্ধ্যা, অবনীতে,
হায় একাকিনী থাকি, বিরহেতে চক্রবাকী,
বিধুরা হইয়া যবে থাকে বিলাপিতে,
সে বিলাপ শুনি কার না গলয় চিত?

২৩

স্বচক্ষে দেখেছি আমি, যবে মৃগয়ায়
তীক্ষ্ণশরাঘাতে বিঁধিতাম মৃগবরে,

মৃগী অদূরেতে থাকি, স্থির করি দুটী আঁখি
বিসর্জ্জিত অশ্রু, তাহা নেহারি, অন্তরে
যে দুঃখ উদিত মম, বাক্যে বলা দায়।

২৪

পশু পক্ষী অশ্রুপাত, বিলাপে যখন,
গলাইত প্রিয়ে মম নির্ম্মম-হৃদয়,
শোচনীয় দরশনা, পরিতাপপরায়ণা,
বধূদের দুখে, পরিতাপে সেসময়,
কেমনে করিব বল, ধৈরজ ধারণ?

২৫

যখন যা আদেশ করিলে প্রাণেশ্বরি
তখন তা প্রাণপণে করেছি পালন,
আজ্ঞাকারী আমি তব—অধিক কি আর কব?
আজি তব অনুরোধ করিতে রক্ষণ,
অশক্ত—আমায় ক্ষমাকর ক্ষমঙ্করি।

২৬

রামসনে সমরিতে মম ধ্রুব পণ,
করোনা—করোনা প্রিয়ে, করোনা বারণ।
ধর ধর ধৈর্য্যধর— কর কর সুখে কর

সুবদনে, সুবদনে জয় উচ্চারণ।
নিরাপদে আসি শত্রু করিয়া মর্দ্দন।

২৭

মুক্ত প্রায় অশ্রুবারি কর সম্বরণ,
এখনো জীবিত তব পতি মহাভুজ।
এবে অশ্রু বরষণ— অলক্ষণ সে লক্ষণ—
নিশিতে নিহারে হয় নিসিক্ত অম্বুজ।
তব সুখসূর্য্য অস্ত যায় নি এখন।

২৮

রাম রণ শরজালে যদিও এখন
আবৃত তাহার বিভা!—তবু সুসময়
পাইলে সে মহাকর, প্রসারিবে মহাম্বর
চিরনিরোধিতে তারে কারো সাধ্য নয়।
অপেক্ষা করিয়া প্রিয়ে, থাক কতক্ষণ।

২৯

রাঘব সংগ্রামে—নর বানর সংগ্রামে,
হত-রক্ষ সমুদয়, হোক্ একজন,
না থাকুক বাঁচি প্রাণে, হোক সে রামের বাণে,
স্বর্ণময়ী লঙ্কাপুরী, চূর্ণিত এক্ষণ,
তবু সন্ধি হইবে না লঙ্কেশ্বর রামে। ৩

যতক্ষণ রাবণের ভুজে রবে বল,
যতক্ষণ রাবণের দেহে রবে প্রাণ,
সত্য সত্য ততক্ষণ, করিবে—করিবে রণ
সন্ধানিবে রাঘবেরে বিনাশিতে বাণ।
প্রাণেশ্বরি, এই তার প্রতিজ্ঞা অটল।

৩১

জ্ঞাতি বন্ধু বিয়োগের বিষম অনল,
প্রজ্জ্বলিত হৃদে মম, দিবা বিভাবরী,
এখন কি ফল খেদি, অগ্রে শত্রু শিরশ্ছেদি,
অত্যঙ্গ-রুধির ধারা প্রবাহিত করি,
তাহে এই মনানল করিব শীতল।

৩২

হয় নীরামিব* আজি অবনীমণ্ডল,
নতুবা সে রাঘবের বিশিখ-দহনে,
ভস্মীভূত হবে কায়,—কিবা পরিতাপ তায়!
রণে, প্রাণত্যজি যাব সে দিব্যসদনে,
নিত্যসুখ-উৎস উৎসারিত যেই স্থল।

৩৩

---

* রামশূন্য করিব।

না করুন ঈশ্বর এরূপ!—মরি যদি
রণে, তবে এই অনুরোধ, প্রাণেশ্বরি,
তুমি-রক্ষ রামাগণে, সহ করি প্রাণপণে,
যত্ন নিবে, নাশিতে কৌশবকুল অরি!
প্রবাহিবে শত্রুসৈন্য-শোণিতের নদী।

৩৪

তাহে যদি জয়শ্রী না পার লভিবারে,
লজ্জা নাই—জগতে থাকিবে চিরদিন,
রক্ষ-কুলাঙ্গনাদের, বীর্য্য, আর সাহসের;
সতীত্বের, কীর্ত্তিকেতু হইবে উড্ডীন।
বীরপত্নী তুমি, কিবা বুঝাব তোমারে?

৩৫

গৃহে যেয়ে অর্চ্চ দেবি শঙ্করী শঙ্করে
জয়শ্রীরে সমরে অবশ্য আলিঙ্গিব।
রাম-সৈন্য রজঃ প্রায়, কলঙ্কিল লঙ্কাকায়
শত্রুর শোণিত সেচি তাহা প্রক্ষালিব,
প্রবেশিব, বঞ্চিব এপুরে তার পরে।

৩৬

কহিল যেরূপ দেবি যদি সেই মত,
কার্য্য নাহি সম্পাদিতে পারে দশানন,

তাহলে কি সেই আর, আসি এ পুরীমাঝার
পুরন্ধ্রীমণ্ডলে দেখাইবে এ বদন ?
এ বিদায় তবে তার জনমের মত।

৩৭

অধিক বলিতে আমি নাহি পারি আর
বাস্তবিক বাগ্ব্যয়ের সময় এ নয়।
ঐই শুন শত্রু সবে গর্জ্জিছে হুঙ্কার রবে,
আস্ফালিছে, যেন লাভ করিল বিজয়।
যাই—যেয়ে চূর্ণি উহাদের অহঙ্কার।

৩৮

সস্মিতবদনে প্রিয়ে, প্রদানো বিদায়।
বীরপত্নী-ধর্ম্ম এই চির প্রতিষ্ঠিত।
ক্ষণ মাত্র শঙ্কা মনে করিও না বরাননে,
জিনি রণ মুহূর্ত্তেকে আসিব নিশ্চিত,
রক্ষকুলদেব দেবদেবের কৃপায়।

৩৯

ইতি বীরবাক্যাবলী কাব্যে
দশানন বাক্য নামে
দ্বিতীয়সর্গ।

তৃতীয়সর্গ।

—০—

(কুন্তীর প্রতি কর্ণ।)

পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাত বনবাস নিঃশেষিত হইলে যুধিষ্ঠির পৈত্রিকরাজ্য দুর্য্যোধনের নিকট প্রার্থনা করিলেন, তিনি বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্রভূমিও প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে কুরুপাণ্ডবের সংগ্রামই স্থির হইল। এতৎসংবাদ শ্রবণে পুত্রবৎসলা কুন্তী আপনার কানীনপুত্র কৌরবসেনানায়ক কর্ণের নিকট একান্তে উপনীতা হইয়া মধুরবচনে কহিলেন " বৎস কর্ণ। তুমি আমার কানীনপুত্র, আমি তোমার গর্ভধারিণী মাতা, আমার অনুরোধ তোমার অবশ্য প্রতিপাল্য সন্দেহ নাই। অতএব আমি তোমাকে অনুরোধ করি, তুমি এক্ষণে কৌরবপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদের পক্ষ অবলম্বন কর। বৎস! দুর্ম্মতিদুর্য্যোধন তোমার বাহুবলেই দর্পিত হইয়া পাণ্ডবদের সহিত সংগ্রাম করিতে সাহসী হইয়াছে,

তুমি এক্ষণে পাণ্ডবপক্ষ আশ্রয় করিলে সে ভগ্ন সাহস

হইবে। বিশেষতঃ তোমার দুর্য্যোধনের অনুবৃত্তি করিবার প্রয়োজন কি? তুমি কৌরবপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া আপনার ভ্রাতৃগণের সহিত সদ্ভাব কর, কৌরবহৃত-পৈতৃকরাজ্য উদ্ধার করিয়া স্বয়ং তাহার অধীশ্বর হও, পঞ্চপাণ্ডব তোমার অনুগত হইয়া থাকিবে, ইহা অপেক্ষা তোমার আর কি প্রার্থয়িতব্য হইতে পারে? কুন্তিভোজদুহিতা এইরূপ কহিয়া নীরব হইলে শূর-চূড়ামণি কর্ণ পশ্চাল্লিখিত বাক্যে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

—o—

একি কথা কহ অম্ব! যদিও আমার,
প্রসূতী বটহ, তবু করেছ বর্জ্জন,
বর্জ্জিত বস্তুতে আর, থাকে কিবা অধিকার?
কেমনে তদীয় আজ্ঞা করিব পালন?
অসঙ্গত কার্য্য কর্ণ করে কি প্রকার? ১

কে না জানে কর্ণবীর কৌরব-সাহস;
কে না জানে কৌরবের সৈন্য সমুদয়,
কর্ণের রক্ষিত, তবে, বল সে কেমনে হবে,
পাণ্ডবের পক্ষ, এবে, এমন কি হয়?
নাই কর্ণহৃদয়ে কি কৃতজ্ঞতা-রস? ২

কুরুরাজ দুর্য্যোধন-রাজ্যেতে রাজত্ব,
করে কর্ণ; করি কুরুরাজ আন্নাসন,
কর্ণের শরীরে বল; কুরুরাজ বাপীজল,
কর্ণের পীপাসানল, করে নিবারণ,
কর্ণে কুরুরাজে মাত্র দেহে বিভিন্নত্ব।

৩

অয়ি অম্ব! আপনার আত্মা অনুরূপ,
মতনিয়া কর্ণ আসিতেছে এতদিন
যে, আজি বিপক্ষেতে তার, দাঁড়াইব কি প্রকার?
এরূপে কি পরিশোধ উপকার কেবা
করে? কৃতজ্ঞতা হতে পারে কি এরূপ?

৪

না হয় শুনিয়া মাতঃ, তদীয় বচন,
দুর্য্যোধন বিপক্ষে হলেম সমুত্থিত;
কিন্তু কুরুরাজে বাণে, ব্যথিব মা কোন্ প্রাণে
সন্ধানিয়া শর কহ? অমনি স্খলিত,
হবে শর, ধনুতে না করিতে যোজন।

৫

কৃতজ্ঞসজ্জনশূর-ব্যবহার এই,
তিলমাত্র উপকার করে যেই জন,

প্রাণপণ করি তারে, তোষয় প্রত্যুপকারে,
যতদিন দেহ মাঝে বিরাজে জীবন,
কর্ণে কি এ নীতিবাক্য সুবিদিত নেই?

৬

ধনুর্গুণ ভার সেই করিছে বহন;
রণক্ষেত্রে শূর বলি দেয় পরিচয়;
কৃতজ্ঞতা-রত্নহার, কি প্রকারে পরিহার,
করে সেই, সেত কিছু কাপুরুষ নয়।
উপকারে অপকার অকৃতজ্ঞজন।

৭

পশুজাতি কুক্কুর, কত বা জ্ঞান তার!
তবু সে কৃতজ্ঞ কত দেখহ জননী!
স্বীয় প্রভু উপকারে, প্রাণব্যয় অঙ্গীকারে,
হায় কৃতজ্ঞতা গুণ অমূল্য এমনি!
কৃতঘ্নে বুঝেনা বহুমূল্যতা ইহার!

৮

যদিবা রণিয়া রাজ্য অর্জ্জিতে আমার,
আছে শক্তি তবু, কুরুরাজ অধীনতা,
স্বীকার করেছি আমি, কুরুপতি মম স্বামী

তাঁর আজ্ঞা কেমনেতে করিব অন্যথা ?
অধীনের সাধ্য প্রভু আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে ?

৯

সময়েতে উপকার করিবে সাধন,
পালে প্রভু অধীনে করিয়া এই আশা,
কৃতঘ্ন পামর সেই, ভর্ত্তৃ-পিণ্ডহারী সেই,
তার তুল্য ; সেকালে যে করয় নিরাশা,
ভর্ত্তৃকার্য্য না সাধিয়া, করি প্রাণপণ।

১০

সকলই ত্যজ্য মাত্র, পারয় মানব,
উপযুক্ত বুঝিলে, সকল ত্যজিবারে,
নীতিশাস্ত্রে এই কহে, "ধর্ম্ম পরিত্যজ্য নহে,
কখন, যাবত প্রাণ বঞ্চে দেহাগারে।"
ধর্ম্ম কি ত্যজিব আজি অনুজ্ঞায় তব ?

১১

এবে কৌরবের পক্ষ করিলে বর্জ্জন,
রৌরব সিন্ধুতে হবে মগন হইতে,
আয়াসি সে ধর্ম্মধন, করিয়াছি উপার্জ্জন,
পারিব না সেই ধন কভু উপেক্ষিতে
প্রকাশিবে লোকে যে অধর্ম্ম আচরণ! ১২

একেত এ মহাক্ষতি—যার তুল্য নাই,
হানি আর, তার পর করে রাজগণ,
এতদিন আশা দিয়া, আপনার প্রাণ নিয়া
যুদ্ধভয়ে কর্ণবীর লইল এখন,
পাণ্ডবের পক্ষ „ ইথে বড় লজ্জা পাই!

১৩

এত অর্থো, সাধারণ অপবাদ নহে,
যে শরীরাকে লোকে ভীরু অপবাদ,
দেয়, জীবনেতে তার, কিবা প্রয়োজন আর,
তাহার মরণে কার উপজে বিষাদ?
কর্ণ ভীরু, হেন কথা কার সাধ্য কহে?

১৪

" ভীরু „ এই অপবাদ করিয়া গ্রহণ,
সসাগরা-সদ্বীপা-ধরার ঈশ্বরত',
নাহি বাঞ্ছে কর্ণবীর, সত্য জান, এই স্থির,
প্রতিজ্ঞা আমার কৌরবের সপক্ষতা,
করিব—করিব দেহে যাবত জীবন।

১৫

বরং শ্লাঘ্য গণি মাত্তা মৃত্তিকা আসন
স্বহস্তে স্বশিরে, ধরি ছত্র পল্লবের,

তব বর্জ্জি ধর্ম্মধন, হৈমাসন—নৃপাসন,
রাজছত্রদণ্ড নহে বাঞ্ছিত কর্ণের,
ঐশ্বর্য্যেতে ভুলেমাত্র অজ্ঞজন-মন।

১৬

আমি কুরুরাজের ভরসা আশাস্থল,
মম বলে গর্ব্বিত যথার্থ দুর্য্যোধন,
যাবত জীবনামার, সে গর্ব্ব চূর্ণিতকার
শক্তি,—হেন শক্তিমান আছে কোন্ জন?
কি কাজে আমার তবে বাহুযুগ-বল?

১৭

দ্বৈরথসমর মাত্র ফাল্গুনী সহিত,
করিতে সমর্থ আমি, আমা বিনা আর,
কৌরব দলেতে নাই, আমি বিরূপেতে যাই,
কুরুরাজ আশালতা সমূলে সংহার,
করি পাণ্ডবের পক্ষে, এই কি উচিত?

১৮

যদি চাহ জননী কর্ণের অক্ষিদ্বয়,
এখনই-তূণ হতে খরশান বাণ,
নিস্তুণিয়া খুলি অক্ষি, ত্বদীয় সন্তোষ লক্ষি,

প্রদানিব তাহে না করিব ক্লেশ জ্ঞান,
হবেনা তাহাতে দুঃখে অধীর হৃদয়।

১৯

যদি বাঞ্ছ পাণিদ্বয়, তুলি অসী চর্ম্ম,
তব অনুরোধ মাত্র করিতে পালন,
বাহুদ্বয় করিছেদ, দানিব তাহে কি খেদ ?
কখনই অশ্রু নাহি ক্ষেপিবে নয়ন।
সত্যব্রতজনের এ কি দুরূহ কর্ম্ম ?

২০

অঙ্গ প্রত্যাঙ্গাদি এত করি ছার জ্ঞান,
যদি বাঞ্ছ লহ মাতঃ হব না বিমুখ,
অমূল্য জীবনধন, সুখে করি সমর্পণ,
অসুখী তাহাতে না হইব একটুক,
ধর্ম্মাপেক্ষা প্রাণে না আদরে শূরগণ।

২১

যদিও সমরে মম ছেদে কোন বীর,
হস্ত, পদ, নাসা কর্ণ, কবন্ধ মতন,
থাকি পড়ি রণক্ষেত্রে, তবু মাতঃ এই নেত্রে,
বাঞ্ছিব, নিরত করিবারে নিরীক্ষণ,
দুর্য্যোধন জয়শ্রীরে এই জ্ঞান স্থির। ২২

যদি নেত্র বায়সেতে করে উৎপাটন,
দরশন শক্তি যায় বিলুপ্ত হইয়া,
তবু ও কর্ণের মন, প্রার্থনিবে প্রতিক্ষণ,
বিভু পাশে,অশ্রুতে অবনী আর্দ্রাইয়া,
"যেন জয়ী হন কুরুরাজ দুর্য্যোধন।"

২৩

ক্ষত্রকুল চূড়ামণি রাজা দুর্য্যোধন,
সখ্যতা আমার সনে,—সূতজাতি আমি!
নীচ বলে অভিমান, নাই আত্মসম জ্ঞান,
করেন আমারে সদা কুরুকুল স্বামী।
তাঁর একি সাধারণ কৃপা বিতরণ?

২৪

বিপদেতে সহায়তা করে যেই জন,
সে মিত্রেই মিত্র কহে নীতিজ্ঞ সকলে,
দুর্য্যোধন-মিত্র, তাঁর, পরিশোধ মিত্রতার,
এরূপে কি দিব মিশি পাণ্ডবের দলে?
হবেনা কি এপাতকে নিরয়ে গমন?

২৫

একটী পাতক ভয়ে কম্পে সাধুজন,
পাপাত্মার শত পাপে ভয় নাহি হয়।

পাণ্ডবের পক্ষাশ্রয়, করিলে আমারে হয়,
মজিতে অসংখ্য পাপে, অমনি স্পর্শয়,
রাশি২ পাতক, এক একটী ভীষণ।

২৬

মিত্রঘ্নতা, কৃতঘ্নতা উঃ কি ভয়ানক
পাতক। বিশ্বাসঘাতকতা পাপ আর।
এসকল পাপার্ণবে, মজিলে কেমনে হবে,
পরিণামে জননি এজনের উদ্ধার?
কে আমার অংশী হবে লইতে পাতক?

২৭

পরলোকে পাপের যে শাস্তি ভোগ হয়,
করিতে, পাপীই তাহা আপনি সম্ভোগে,
অপ্রমেয় রত্নধন, প্রাণোপমবন্ধুজন,
অবনীর আধিপত্য অতুলবিভোগে,
ভোগে না সে ক্লেশ এসকলে সে সময়।

২৮

কর্ণ পাশে প্রার্থনা করিয়া কোন জন,
ভগ্নাশ হইয়া নাহি গমন করিল,
কি করিব হায় হায়।. কিন্তু আজি মা, তোমায়

নিরাশ হইয়া ফিরে যাইতে হইল।
অশক্ত তদীয় আশা, করিতে পূরণ!

২৯

প্রতিজ্ঞা ত করি নাই, করিলেও আমি,
নারিতাম কৌরবে করিতে পরিহার,
সে প্রতিজ্ঞা রক্ষ হতে, শ্লাঘ্যগণি মম মতে,
যদি নরকেতে হয় সুচির আগার,
—যদি হই, উত্তর উত্তর অধোগামী।

৩০

তবে এই মাত্র আমি করিতেছি পণ,
হয় রণে ফাল্গুনীরে করিব নিধন,
কিম্বা শরানলে তার, মম দেহ, দেহসার
হবে ত্যজি তারে প্রাণ করিবে গমন,
রণক্ষেত্রশায়ী হব মুদিয়া নয়ন।

৩১

অর্জ্জুন ব্যতীত আর পঞ্চসহোদরে,
সমরে জীবনে বধ কভু করিবনা,
তাদের কোমল কায়, কেমনে সহিবে হায়,
মম বাণাঘাত, যেযে কালাগ্নির কণা!
অশক্তজনেরে শূর না প্রহারে শরে! ৩২

তাহে কি বীরত্ব মম ? অযশ বিস্তর।
করি-শির বিদারিত করি পঞ্চানন,
কোপ ক্ষুধা শান্তি করে,　তবু ফেরুপরিকরে
ভ্রমেও নখাগ্র দিয়া করেনা স্পর্শন,
বীরসিংহ বীরে সনে যাচ্ঞে সমর।

৩৩

আপাতকষায় বটে আমার বচন,
কিন্তু এর পরিণাম সুধারসময়,
পুত্র-স্নেহ পরিহরি.　দেখুন বিচার করি,
কোন্ কথা জননি, আমার নয় নয়।
ন্যায়পথ অতিক্রমে নরাধমজন।

৩৪

জননি, করুন এবে ঈশ্বরে নির্ভর,
ভবিতব্যতার দ্বার কার সাধ্য রোধে ?
ধর্ম্মবল আছে যার,　জয়লাভ হবে তার
মনস্থির করুন এ অমূল্য প্রবোধে।
নমি পায় বিদায় হউন অতঃপর।　৩৫

ইতি বীর-বাক্যাবলী কাব্যে
কর্ণবাক্য নাম
তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থসর্গ।

—০—

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শিশুপাল।)

রাজসূয়যজ্ঞ-দীক্ষিত ইন্দ্রপ্রস্থাধিপ যুধিষ্ঠির আমন্ত্রিত রাজগণের সৎকার সময় উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ কাহাকে অর্ঘ দান করিবেন, গাঙ্গেয় ভীষ্মদেবকে এতদ্বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। সুদূরদর্শী প্রবীণতম শান্তনব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিয়া তাঁহাকেই অগ্রে অর্ঘার্পণ করিতে অনুমোদন করিলেন। পাণ্ডবপ্রধান যুধিষ্ঠির সেই যুক্ত্যনুসারে শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ প্রদান করিলে, তদীয় চিরবৈরী চেদীশ্বর শিশুপাল নিতান্ত ঈর্ষাকাতর হইয়া দেবকীকুমার শ্রীকৃষ্ণকে পশ্চাল্লিখিত বাক্যে ভৎর্সনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।——

—০—

অহে নন্দসুত কৃষ্ণ, ব্রজের রাখাল,
প্রবিখ্যাত ননীহর, সুধাই তোমারে,
বর্ত্তমানে ভূপবর্গ, যুধিষ্ঠিরদত্তঅর্ঘ,
গোপ হয়ে তুমি গ্রহণিলে কি প্রকারে?
সিংহের সমাজে পূজ্য হয় কি শৃগাল?

যদি বল তোমায় অর্চ্চিল যুধিষ্ঠির,
হাঁ হাঁ সে তোমায় পারে করিতে অর্চ্চন!
লোকের স্বভাব এই, আপনার প্রিয় যেই,
ভাবে তারে সর্ব্বাপেক্ষা সদ্‌গুণ সদন।
যদিও সে থাকে গুণিগণনে বাহির।

২

পাণ্ডবেরা তোমার সুচিরঅনুগত,
অনুরক্ত ভক্ত, তাই তোমায় অর্চ্চন
করিয়াছে; কিন্তু কহ, কোন্ গুণে প্রতিগ্রহ,
করিলে সে পূজা তুমি? এবে বিস্মরণ
হইলে কি আপনার গুণগ্রাম যত?

৩

কি কহিব যুধিষ্ঠিরে!—বৃথা "ধর্ম্মরাজ"
নাম তার!—অতিশয় অমঙ্গল কর,
হইলে মঙ্গলবার, লোকে তারে যে প্রকার,
"মঙ্গল" বলিয়া থাকে, ফলে অর্থান্তর,
পার্থে "ধর্ম্ম" কহে তথা সজ্জনসমাজ।

৪

ধর্ম্মরাজ যদি হে প্রকৃত ধর্ম্মরাজ,
হতেন, তাহলে বীরবৃন্দে পরিত্যাগ

করি তোমা এই অর্ঘ, প্রদানিত ? হেন অজ্ঞ-
জনোচিত কার্য্যে কেন তাঁর অনুরাগ
জন্মিবে ? ইহাকি ধীর ধার্ম্মিকের কাজ ?

৫

ফলতঃ ধর্ম্মের তত্ত্ব সহজত নয়,
তাহা যুধিষ্ঠির তুল্য বালকসকল,
বুঝিয়া উঠিবে যদি, তাহা হলে পারে নদী,
গণ্ডূষেতে শুকাইতে পিপীলিকাদল।
—পারে তবে অজ্ঞে ব্রহ্ম করিতে নির্ণয়।

৬

অহে হরি, যদি কহ " ভারত প্রধান
ভীষ্ম তোমা, অর্ঘ দিতে অনুমোদনিলা। "
বিচিত্র কি ? পারে সেই, তাঁহার অসাধ্য নেই,
" নিম্নগা-তনয় " নাম অন্বর্থ করিলা।
নীচাশয় কবে হয় উর্দ্ধে ধাবমান ?

৭

ভীষ্ম সুপ্রবীণ মাত্র শ্বেত শ্মশ্রু, কেশে,
বিগলিত দন্তে ! বুদ্ধে প্রবীণ ও নহে,
জ্ঞানে গরীয়ান যেই, প্রকৃত প্রবীণ সেই,

প্রকৃত প্রবীণ হলে কভু কি সে কহে,
অর্ঘ দান করিবারে, সামান্য গোপেশে।

৮

নীচে চিনে নীচাশয় মহতে মহৎ,
মণিকার মণিমূল্য নির্ণয়ে নিপুণ।
নিজে ভীষ্ম সেই মত, দেখায়েছে সেই মত,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণে! আহা যার যশ গুণ,
দীপ্যমান জগতে সাক্ষাত বিধুবৎ!

৯

হে কৃষ্ণ, কে নাহি জানে মহিমা তোমার?
বসুদেব বীর্য্যে তব কংস কারাবাসে
দেবকীর গর্ভে জন্ম হয়, জন্মি যে যে কর্ম্ম
করিয়াছ বৃন্দাবনে, কৈতে হাসি আসে!
তথা নাম ছিল তব নন্দেরকুমার।

১০

বাল্যকালে গোপীদের গৃহে গৃহে যেয়ে
ভাণ্ড ভাঙ্গি ননী কত করিয়া হরণ,
ভরিয়াছ দামোদরে, নন্দদারা ক্রোধ ভরে,
করে করে রেখে ছিল করিয়া বন্ধন;
এখনো রয়েছে চিহ্ন দেখ করে চেয়ে। ১১

একটুক বয়প্রাপ্ত হইলে যখন,
গোপশিশুসনে বনে চরায়ে গোপাল
ফিরিতে হে সারা দিবা, তোমার মহত্ত্ব কিবা
তদবধি নাম তব বিখ্যাত গোপাল।
গোপাল সমাজে তব সাজে কি আসন ?

১২

নন্দঘোষ বাধা সদা করিয়া বহন,
মস্তকেতে কেশ নাই, তাস বাঁধ চূড়া !
ডাকাও কেশব নাম—আহা কি কেশের ঠাম !
বট আমি এক জন শঠকুল চূড়া।
কতমতে না জ্বলালে সেই বৃন্দাবন !

১৩

পরনারী সাধুগণ জননী সমান,
জ্ঞান করে, বিশেষত শাস্ত্র বিধি এই।
তুমি গোপাঙ্গনাগণে, বংশীরবে কি মোহনে
বিমোহিলে, কিছু মাত্র, লজ্জা বোধ নেই।
কে নির্লজ্জ আছে আর তোমার সমান ?

১৪

সর্প, বক বধি যত রাখালকুমার,
ভাঁড়াইলা, নীচ তারা সহজে ভুলিল

বাস্তবিক বল যত, তব, তাহা অবগত,
জানি আমি, মোর কাছে সব প্রকাশিল
ঈশত্ব বীরত্ব তব মহত্ত্ব বা আর।

১৫

ছল করে মথুরেশ কংসে নিপাতিলা,
দস্যু যথা প্রবেশিয়া গৃহস্থের পুরে,
অগোচরে করে তার, গলে ছুরিকা প্রহার,
সেরূপ ধ্বংসিলা তুমি সেই মহাশূরে।
শেষে জরাসন্ধ-যুদ্ধ-ভয়ে পলাইলা।

১৬

মুচুকুন্দ-তল্পাশ্রিত *! হে কৃষ্ণ, স্মরণ
হয় কি সে সব কথা? না সব ভুলেছ?
সুখের মথুরা ছাড়ি, সিন্ধুগর্ভতলে বাড়ী
বল দেখি কি কারণে নির্ম্মাণ করেছ?
তুমি না বীরেন্দ্র, একি বীরের লক্ষণ?

১৭

* শ্রীকৃষ্ণ একদা জরাসন্ধ ভয়ে গিরিগুহাশায়ি মুচু-কুন্দ নামধেয় এক ব্যক্তির তল্প (শয্যা) তলে লুকা-য়িত হইয়াছিলেন।

ভারি প্রবঞ্চক তুমি।---অতিথির বেশে,
পশি জরাসন্ধ গৃহে, ভীমার্জ্জুন সনে,
দ্বিজ বলি পরিচয়, দিয়ে তাঁরে অসময়,
আক্রমিলা,—বিনাশিলা সে বীররতনে।
তব তুল্য বিশ্বাসঘাতক নাই দেশে।

১৮

মাতৃদ্রোহী তুমি, তোমা পিয়াইল স্তন
পুতনা, কতনা যত্নে; তুমি ভাল তার,
শোধদিলা প্রাণ হরি—আ কিধার্ম্মিকতা মরি!
এখনো ধরিত্রী ধরে হেন পাপিভার!
কেন সেই নাহি করে পাতালে গমন!

১৯

তস্কর, লম্পট তুমি, বিশ্বাসঘাতক,
পাণ্ডবদিগের পোষাসারমেয় প্রায়,
রহিয়াছ প্রতিক্ষণ, তব তুল্য কোন্ জন
জঘন্য, নগণ্য, নীচাশয় এধরায়?
নাম লৈলে তব অঙ্গে প্রবেশে পাতক।

২০

গোপনে ঘৃতের কণা করিয়া ভক্ষণ,
আস্ফালন করে শ্বান, কৃষ্ণ সেই মত,

যুধিষ্ঠির-পূজাপ্রাপ্ত হয়ে, তুমি অপর্য্যাপ্ত
আহ্লাদিত হয়েছ,—মানিছ বহুমত!
নিগূঢ় ইহ'র তুমি করনা গ্রহণ।

২১

না হয় পাণ্ডবগণ অজ্ঞানতাবশতঃ
রাজ্যেশ্বর বলি তোমা করিল অর্চ্চন,
কিন্তু তব রাজ্য কই, কিসে রাজ্যেশ্বর কই?
দেখিনা তো তব কোন নৃপের লক্ষণ!
রাজ শব্দ তব নভঃপ্রসূনের মত।

২২

অন্ধকে কহিলে যথা কমললোচন;
ক্লীবকে কহিলে যথা শতপুত্রতাত,
উপহাস করা হয়, সেইরূপ সুনিশ্চয়,
তোমার ভূপেন্দ্র নামে করা সুবিখ্যাত।
অজ্ঞতায় তুমি এর বুঝনা কারণ!

২৩

কৃষ্ণ, তুমি ভাবিওনা এরূপ কখন,
অপমান আমাদের তোমার অর্চ্চনে
হইয়াছে? কভু নয় এমন কি কভু হয়?

যদি কেহ মণিরাজি দলয় চরণে,
মাথে রাখে কাচে, অতি করিয়া যতন,

২৪

তাহাতে মণির নাহি জ্যোতি হ্রাস হয় ?
শুদ্ধ হয় স্থাপকের অজ্ঞতা প্রকাশ।
তোমা অর্ঘ করি দান, যুধিষ্ঠির মতিমান
নীচত্ব পাইল আজি, জানিবা নির্য্যাস।
আমাদের সম্মানের হয়না ব্যত্যয়।

২৫

অহে অধার্ম্মিক ! তুমি ধর্ম্মের কৃপায়,
মণি মুক্তাদামে হও বিমণ্ডিতদেহ,
প্রতিজ্ঞা করিয়া কই, তথাপি গোপাল বই
ভূপাল বলিয়া তোমা গণিবেনা কেহ।
গণ্য তুমি হইবেনা ক্ষত্রিয়সভায়।

২৬

যথা উপানৎ যদি বিবিধ রতনে,
বিমণ্ডিত হয় তবু সমাজআসন,
নিম্নে স্থান হয় তার, অধিক কি কব আর ?
ইহাতেই বুঝ, মনে করি আলোচন।
ইঙ্গিতে সকল বুঝে সুধীর সজ্জনে। ২৭

কিন্তু কৃষ্ণ, শিরস্ত্রাণ বিচ্যুত-ভূষণ,
যদি হয়, তবু সেই পাইলে সময়,
শূরশির আরোহয় এই যে নৃপতিচয়,
ইহাঁদিগে না অর্চ্চিলে পাণ্ডুর তনয়,
তবু ইহাঁদিগে ক্ষত্রে করিবে অর্চ্চন।

২৮

যদি কহ যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় কি নয়?
সত্য; কিন্তু মোর মতে, পাণ্ডুপুত্রগণ,
ক্ষত্রতেজ পরিশূন্য, নতুবা এ ক্ষত্রপূর্ণ,
সমাজে, ক্ষত্রীয় বীর না করি অর্চ্চন।
তুমি গোপ, তোমার অর্চ্চনে ব্যগ্র হয়?

২৯

বল কৃষ্ণ, শ্রেষ্ঠ তুমি কোন্ গুণে হও?
কুলে, শীলে, না বীরত্বে কিছুতেই নয়।
কুলে, শীলে, দুর্য্যোধন, সম আর কোন্ জন,
এ সমাজে? বীরত্বেতে কর্ণ সদাশয়
সম কেবা? হয় নয় তুমি সত্য কও!

৩০

অন্যান্য ভূপাল হতে অধিক তোমার,
দেখিনা ত কোন গুণ; এক মাত্র আছে,

কৌন্তেয়গণের সহ, ভ্রম তুমি অহরহ,
যথা বন্দীগণ ভ্রমে ভূপ পাছে পাছে।
পার তুমি তোমামোদে চিত্ত হরিবার।

৩১

কৃষ্ণ, এই গুণ অতি সামান্য কে কহে।
যদি থাকে এগুণের কিঞ্চিৎ সঙ্গতি,
চলচ্চিত্ত ভূপপাশে, পারা যায় অনায়াসে
সজ্জন সৎকবিজন হতে প্রিয় অতি।
আশুচিত্তহর হেন কোন গুণ নহে!

৩২

কিন্তু যে সুদূরদর্শী ধীমান চতুর,
তার কাছে তোমার এগুণ ছার জ্ঞান,
ইন্দ্রজাল-জাদুকরে, রমণীরা সমাদরে
তাদের আদর কোথা সাধু সন্নিধানে।
মূর্খে ভুলে, শুনি স্তব আপাতমধুর।

৩৩

কৌন্তেয়গণের তুমি সুযশ কীর্ত্তন,
কর শতমুখে, তাঁরা পূজুন তোমায়,
করুন প্রচুর স্তব, আমরা নাহিক কব

কদাচ " সবার শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ যদুরায়। "
সত্য, সত্য সত্য এই অলঙ্ঘ্য বচন।

৩৪

কেন জান, পাণ্ডবগণের বাহুবলে,
পরাজিত হইয়া আমরা কর দান,
করি নাই, শুদ্ধ ধর্ম্ম, করিবেন ধর্ম্ম কর্ম্ম,
তজ্জন্য করিতে তাঁর সাহায্য বিধান,
উপবিষ্ট হইয়াছি এই সভাস্থান।

৩৫

আজি ধর্ম্ম করিলেন অধর্ম্ম আচার,
আর তারে ক্ষমা করা উচিত না হয়।
সহ করি বীরভাগ, এখনি ধ্বংসিব যাগ,
দক্ষ দেখি তুমি এবে প্রদানি আশ্রয়।
দেখি দেখি আছে কত শকতি তোমার।

৩৬

পাণ্ডবেরা তব মুখাপেক্ষী প্রতিক্ষণ,
আমরা সেরূপ নই, কেন বা হইব?
আমাদের ভুজ বল, সৎসাহস সুপ্রবল,

হৃদয়ে, কি হেতু অন্য-জনেরে স্তবিব?
বৃথা স্তবে জনগণে তোষামোদগণ।

৩৬

দেশ হতে তাড়িত না হই মোরা সব!
ভ্রমিনে আমরা ধরি ভিক্ষুকের বেশ।
কেন লব তবাশ্রয়, ত্রিলোক করিনা ভয়
জগতে কাহারে! কেন্ ছাব বীরকেশ!
কোন তুচ্ছ—কোন্ ছার-দুর্ব্বল পাণ্ডব!

৩৮

দাঁড়ালেম, আমি অস্ত্র করিয়া ধারণ
তব প্রতিকূলে, তুমি হও সাবধান,
শরানলে যজ্ঞভূমি এখনি দহিব, তুমি
যতনি করহ দেখি সে অগ্নি নির্ব্বাণ।
নিলর্জ্জের শেষ, তোমা বিফল উৎসন।

৩৯

ইতি বীরবাক্যাবলি কাব্যে শিশুপাল
বাক্য নাম চতুর্থসর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

—০—

দুর্য্যোধনের প্রতি বৃকোদর।

একাদশ চমূর অধীশ্বর কুরুপতি দুর্য্যোধন, সমুদয় সৈন্যসামন্ত পাণ্ডবসংগ্রামে বিধ্বস্ত হইলে, শোক-দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া দ্বৈপায়ন হ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করি-লেন। পাণ্ডবগণ তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে জানিতে পারিলেন, যে জলস্তম্ভন বিদ্যাবলে কুরুরাজ হ্রদমধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছেন। ইহা অবগত হইয়া অন্যের যেরূপ হউক, কুরুপতির বালশত্রু বৃকোদরের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। তিনি দ্বৈপায়নহ্রদের কূলে দণ্ডায়মান হইয়া কুরুরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক পশ্চাল্লিখিত বাক্যে তিরস্কার করিতে লাগিলেন—

ওহে কুরুকুলের কলঙ্ক দুর্য্যোধন!
ধিক্ তোমা'—শতধিক্ তোমার জীবনে!
আপন জ্ঞাতি নাশি, রক্ষিবারে অভিলাষী,
রয়েছ ইহারে, কোন্ সুখ-আস্বাদনে?
কেন দ্বৈপায়ন হ্রদে লয়েছ শরণ?

তুমি না হে ক্ষত্রিয় ?—তোমার বাহুদ্বয়
আছে না ?—আছে না তব দেহেতে জীবন ;
যদি থাকে, তবে কহ, তাহাদের ভার বহ
কি আশয়ে ? শত্রুদলনে না করিয়া রণ ?
ক্ষত্র-বীর্য্য, আত্মা, আত্ম-সুখ জন্য নয় ?

২

এতদিন তুমিই না ক্ষত্রিয়সমাজে,
মহামানী—মহাবীর বলে খ্যাত ছিলে ?
বিনাশিয়া জ্ঞাতিচয়ে, এবে আত্ম-প্রাণ ভয়ে
কেন আসি দ্বৈপায়নহ্রদে লুকাইলে ?
সিংহ ভয়ে শিবা যথা বিবরের মাঝে।

৩

বোধ হয় আজি তুমি, অহে দুর্য্যোধন !
ক্লীবত্ব পেয়েছ, নাই শূরত্ব তোমার।
শূরত্ব থাকিত যদি, চিরশত্রু নাহি বধি,
কিম্বা আত্মজীবন না করি পরিহার,
কুলব্রত ভঙ্গ কি হে করিতে কখন ?

৪

জগতে এমন কিছু না করি ঈক্ষণ,
যার তরে এত আপমান,—এত ক্ষতি

এত শোক সহ্য করি, এ ঘৃণ্য জীবন ধরি,
করিবে যে তুমি ইহলোকেতে বসতি।
সকলি হয়েছে তব জন্মের মতন।

৫

যদি তুমি ক্ষত্রধর্ম্ম করি পরিহার,
রাখ এই ঘৃণ্য প্রাণ,—রাখিতে পারহ,
তাহে কি দার্শিবে বল, শুষ্ক এই হ্রদ জল,
পোড়াইবে অঙ্গে নিমজ্জিয়া অহরহ—
শোকানলে শুদ্ধ দগ্ধ হবে অনিবার।

৬

কি কি না দুর্দ্দশা তব করেছি সাধন,
বধেছি তোমার প্রিয়বন্ধু কর্ণ বীরে,
— তুমি যার অহঙ্কার, করিয়াছ বারম্বার,
বধেছি তোমার আর অসংখ্য জ্ঞাতিরে,
সান্ত্বনিতে এবে তোমা নাহি হেন জন

৭

ধনবল, জনবল বাহুবল আর,
হরিয়াছি সব তব, বাকি কিছু নাই,
বাকি গদাঘাত করি, তোমার জীবন হরি,

রণক্ষেত্রে, এস,---এস বাসনা পূরাই,
করি তব কিরীটীতে চরণপ্রহার।

৮

অহে দুর্য্যোধন, আর কেন বিলম্বহ,
বাল্যকাল হতে হিংসা করিয়াছ যত,
এস, শোধ দেই তার, কিছু করিলনা তার,
যার যেই ভাব লাভ হয় সেই মত,
করিয়াছ পাপ এবে তার তাপ সহ।

৯

মনে নাই, সেই বাল্যকালে বিষদান,
বারণাবতেতে গৃহে দিলে হুতাশন,
পৈত্রিক সম্রাজ্য ছলে, কেড়ে লয়ে বাহুবলে,
ভ্রমাইলে নিরাশ্রয়ে কত কত বন,
এক এক ক্লেশ বক্ষে বেঁধা যেন বাণ!

১০

এস, এস, দেখ, তব শকুনি মাতুল,
কপটপাশায় পরাজিলা যুধিষ্ঠিরে,
পঞ্চালীরে জিনিয়াছ, তবু ধৈর্য্য ধরিয়াছ,
কর দাসী আনি তারে আপন মন্দিরে!
বিধাতা হলেন তব ভাগ্যে অনুকূল! ১১

এস, কর্ণ সখাসহ কর পরিহাস!
পঞ্চদাস হইল পাণ্ডব পঞ্চজন!
কার দ্বারা কোন্ কার্য্য, সম্পাদিবে কর ধার্য্য
বিলম্ব উচিত আর নহে একক্ষণ।
এস প্রিয়প্রভু তোমা আহ্বানিছে দাস!

১২

কেন আহ্বানিছে, তার শুন প্রয়োজন,
চাহে সে কেবল তুমি যেই রসনায়,
সতীলক্ষ্মী গুণবতী, পাণ্ডবমহিষী প্রতি,
পরিহাস করিলে সে প্রকাশ্যসভায়!
মূলশুদ্ধ তাহা করিবারে উৎপাটন।

১৩

শুদ্ধ ইহা নহে, আরো আছে শুন কই,
ছলেতে করিলে যেই উরু প্রদর্শন,
প্রচণ্ড গদার ঘায়, বিচূর্ণিত করি তায়,
করিশুণ্ড রম্ভাতরু চূর্ণয় যেমন!
করেছি যে পণ তাহা পূর্ণ করি লই।

১৪

বড়ই আশ্চর্য্য জ্ঞান হতেছে আমার!
হয় নাকি মনে তব ক্ষোভের সঞ্চার?

যাহাদিগে অগ্রে তুমি, দিলে না সূচ্যগ্র ভূমি,
করে তারা সসাগরা ধরা অধিকার,
কেমন করিয়া ইহা সহিছে তোমার?

১৫

এস, ডাক, শকুনিকে পুন খেল সারি,
পাঞ্চালী সহিত পঞ্চপাণ্ডব জিনহ,
পুনরায় পঞ্চজনে, পাঠাও, পাঠাও বনে,
স্বচ্ছন্দেতে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করহ,
দেখ দেখ এই মোরা হই বনচারী।

১৬

অহে দুর্য্যোধন, তুমি রয়েছ যথায়,
তথা মাত্র সহচর জলচরগণ,
নাই তথা দুঃশাসন, নাই তথা অন্যজন,
নাই তথা তব সখা রাধার নন্দন,
কেমনে রয়েছ তুমি ত্যজি, এসবায়!

১৭

এস, আমি সেই পথে তোমার প্রেরণ,
করি, যেই পথে গেলে পাবে এইক্ষণ
সখা কর্ণে, প্রিয়জনে, পাবে ভাই দুঃশাসনে,

পাবে মন্ত্রী শকুনিরে, তথায় গমন,
না করি হ্রদেতে কেন হইলে মগন।

১৮

অহে মূঢ়—ক্রুর—অকৃতজ্ঞ—ক্ষত্রাধম!
তারা তব হিতে প্রাণ দিলে বিসর্জ্জন,
ত্যজি রাজ্য পরিবার, তুমি ভয় মরিবার
করিতেছ? কে কৃতঘ্ন তোমার মতন?
কোন জন আত্ম-প্রাণ-প্রিয় তব সম?

১৯

হিরা মণি মুক্তা হেম, সব হারাইয়া,
কে রক্ষয় বরাটক? স্বর্গ পরিহার
করি, কুম্ভীপাকে বাস, করে হেন অভিলাষ—
কে আছে জগতে নরাধম এপ্রকার?
নাপাই ভাবিয়া—আমি নাপাই চিন্তিয়া

২০

যদি তব এত প্রিয়তম হল প্রাণ,
তবে কেন যুদ্ধানলে অসংখ্য জীবন,
করিলে আহুতি দান, পূর্ব্বতেই প্রণিধান,
করি কেন, ন্যায়পথে না কৈলে গমন?
কেন সহ্য করিলে অসংখ্য শোকবাণ? ২১

অহে ক্রুর, তুমি কিছু না পার বুঝিতে,
এখন কি যোগ্য তব হয় পলায়ন ?
সম্মুখ সমরে প্রাণ, ত্যজি নিত্য সুখস্থান
লভ, কেন হইতেছ ঘৃণার ভাজন ?
আইস, আইস, ত্বরা আইস যুঝিতে।

২২

যুদ্ধে জয় পরাজয় নাহিক নিশ্চিত,
বিধির ইচ্ছায় তুমি পার জিনিবারে,
যদি হও পরাজিত, হবেনা তাহে লজ্জিত,
বরঞ্চ করিবে সবে প্রশংসা তোমারে।
ক্ষত্র তুমি কর কার্য্য ক্ষত্রজনোচিত।

২৩

ইতি বীরবাক্যাবলী কাব্যে বৃকোদর
বাক্য নাম পঞ্চম সর্গ।